R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-03

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ // মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ // মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২২শে মার্চ ২০০৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বাৎসরিক : ৫০ টাকা

অনুপ্রবেশ সমস্যায় জর্জরিত সীমান্ত মহকুমা জঙ্গিপুর সমেত গোটা জেলা

অসিত রায় : ভারতবর্ষ বিভাজনের পরে পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিন্নমূল শরণার্থীরা বন্যার স্রোতের মতো আমাদের দেশে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে তাই মুর্শিদাবাদ উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশের স্বর্গদ্বার বলে চিহ্নিত। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মানদীর একেবারে কোলঘেঁষে রাজসাহী জেলা। ফলে অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় প্রশাসন দিশাহারা। বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চোখের সামনেই প্রত্যেক দিন উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত। ২ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হ'তে চলেছে। নিরপেক্ষ ভোটের প্রয়োজনে প্রস্তুতি পর্বের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আসা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি অনুপ্রবেশের ভয়াবহতার কথা। ফলস্বরূপ হাজার হাজার অবৈধ ভোটারের নাম যেমন বাদ পড়েছে তেমনই অনেক সরকারী আমলাকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে কর্তব্যে অবহেলার জন্য। ১৯৭১ সাল থেকে ২০01 সাল পর্যন্ত দশ বছর অন্তর যে আদমসুমারী হয়ে থাকে, তাতে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে দ্বিগুণের বেশী—একেবারে ৩২ লক্ষ থেকে ৬৫ লক্ষ। তার মধ্যে ফরাক্কা, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি যে ৯টি সীমান্ত থানা আছে শুধু এই সমস্ত অঞ্চলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সরকারী যে মাপকাঠি আছে ভোটার তালিকা অনুসারে, (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পৌর এলাকার বহু মানুষ আজও ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি

জীবন সরকার : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিরপেক্ষ করার যত চেষ্টাই করুক নির্বাচন কমিশনার এই বাংলায় যে তা করা সম্ভব নয় তা ধুলিয়ান পৌর এলাকার ভোটার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়। ভোটার তালিকায় সংযোজন বিয়োজন করার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছে তারা যে রাজনীতি করছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ধুলিয়ান পৌর এলাকার বহু মানুষ আজও ভোটার তালিকায় নাম তোলাতে পারেননি। যে সব ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা তাদের জানানোও হয়নি। ১৩৯ অংশের প্রতীমা সরকার জানালেন, বর্তমান ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাকে মৃত বলে বিয়োজন করেছেন ১৩৯ অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। এ ছাড়াও ঐ অংশের বেশ কিছু ভোটারকে স্থানান্তরিত দেখিয়েছেন উক্ত কর্মী। অথচ তাঁরা সবাই ১৩৯ অংশে বাস করেন। নির্বাচন কমিশনার প্রতিটা কর্মীকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটার তালিকা পড়ে শোনাবার কথা বললেও বেশীর ভাগ কর্মী বাড়ীতে বসে নিজের মনের মতো বিয়োজন করছেন বলে অভিযোগ। তাই ধুলিয়ান থেকে প্রচুর লোককে জঙ্গিপুর যেতে হয়েছে নাম তোলার জন্য। অপরদিকে সামসেরগঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বি, ডি, ওর কাছে জানতে গেলে তিনি সরাসরি জানান, "আমার কিছু করার নেই, নির্বাচন কমিশনারের উপর কেস করুন।" ধুলিয়ান পৌর এলাকায় অশিক্ষিত লোকের বসবাস বেশী। তাঁরা অনেকে এর কোন গুরুত্ব না দিয়ে চুপ থাকছেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্যাপক মাটিকাটা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক মাস ধরে আহিরণে বি, এল, আর, ও এবং সুতী-১ বি, ডি, ও অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রতিদিন ব্যাপক হারে ট্রাকটারে করে জমির মাটি ইঁট মালিকরা তোলা করাচ্ছে। তাতে ইতিমধ্যেই ঐ মৌজার ভৌগোলিক পরিবেশে ভয়াবহ ও স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে। আহিরণ ঘোষপাড়ার প্রায় পরিবারে ট্রাকটারে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ মাটি ভাটায় ভাটায় বিক্রি হচ্ছে। মোটা মাসিক বন্দোবস্ত রয়েছে বলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত বি, এল, আর, ও অফিস কিছু বলেনা বলে স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষোভ। এমনিতেই বর্ষায়-বন্যায় ঐ এলাকা ডুবে যায়, তার উপর অতি উর্বর দো/তিন ফসলা জমির এই সর্বনাশ বন্দোবস্তের জেরে কি চলতেই থাকবে ? জেলা শাসক—মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে কিছু জানেন কি ?

পারাপারের ঘাটে ওঠানামায় বিপদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। বহু পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়মিত সদরঘাট ফেরীঘাটে পার হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে হয়। বর্তমানে জল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় নদীর তীর খাড়া হয়েছে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর পারে নামার সিঁড়ির পাশে বিরাট ফাটল হওয়ায় নামার পথকে সংকীর্ণ করেছে। এর সঙ্গে ইজারাদারের প্লাষ্টিকের বস্তায় মাটি ভরে ফেলার ফলে জায়গাটা পিছল হয়ে আরো বিপদজনক করে তুলেছে। ফেরীর মাঝিরাও ইচ্ছেমতো দেরী করে নৌকা ফরাসে ভিরিয়ে বেশী যাত্রী নিয়ে ছাড়ছে। এর ফলে ওঠানামায় যতই বিপদের ভয় থাকুক, সকলেই সময়ের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

নির্বাচন : বিরোধী শিবিরের জোট বিন্যাস

পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিনক্ষণ ইতিমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে। ভোট গ্রহণের প্রথম পর্যায়ের সময়কাল এক মাসের মধ্যেই। মোট কথা ভোট আসিতে আর বিলম্ব নাই। এখন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রার্থী বাছাই করার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের জন্য সাজ সাজ রব। প্রার্থী বাছাই অনেক আগেই সারিয়াছে বামফ্রন্ট। শুধু বাছাই নয়, প্রকাশিত করিয়াছে তাহাদের দলীয় ইস্তাহার—সেখানে বলা হইয়াছে তাহাদের জমানায় কী কাজ করা হইয়াছে আর কী তাহারা ক্ষমতায় আসীন হইলে করিতে চাহে।

বিরোধীপক্ষরা এখনও জোট বাঁধিতে সক্ষম হয় নাই। হওয়ার সম্ভাবনা স্তিমিত বলিলেই চলে। জোটের পালে বিরোধীরা হাওয়া তুলিতেও এখন পর্যন্ত পারে নাই, ধরিতেও পারে নাই। কেবল করিয়া চলিয়াছে নিজেদের মধ্যে বাক্‌বিতন্ডা। কোন দলই এখন পর্যন্ত—এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। পারস্পরিক আরোপিত সর্তের গ্রন্থিমোচন হয় নাই। কংগ্রেস এবং তৃণমূল সর্ত সাপেক্ষে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাহি করিতেছে বলিয়া কাহারো কাহারো ধারণা। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের আবার তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির আসন ভাগাভাগিতেও দর কষাকষি মন কষাকষি।

শোনা যাইতেছে শেষতক্ কংগ্রেস সব কয়টি আসনে তাহাদের প্রার্থী দাঁড় করাইবে। তৃণমূল কিছু আসন কংগ্রেসের জন্য এবং বিজেপির জন্য ছাড়িয়া রাখিয়াছে জোটের আশায় আশায়। কবেই বা তাহাদের ইস্তাহার মতদাতাদের হাতে পেঁছাইবে কেবা জানে!

প্রার্থী মনোনয়ন লইয়া ঘোট বাম-বিরোধী শিবিরে বেশ প্রকট বলিয়া ধারণা। দলের ভিতরে দল—আবার তাহাদের কোন্দল একটা ঘটনা। নিজেরাই নিজেদের স্ববিরোধিতায় ব্যস্ত এবং তৎপর। কংগ্রেসের দুর্গ মুর্শিদাবাদের হালফিল চেহারাটা এখন কেমন তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই আগ্রহী।

মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই বাম-বিরোধী দলগুলির প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হইবে। জানা যাইবে কে কোথায় দাঁড়াইবেন এবং কোন দল কতগুলি আসনে লড়াই করিতেছে। বামবিরোধী দলের অন্দরমহলে এখন চলিতেছে মেক, বিমেকের পালা—এমন কথাও শোনা যাইতেছে কোন কোন রসিকজনের মুখে! হয়তো তাহাই—সময় তাহার সাক্ষি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

৩০ বছরে জনগণ কি পেল?

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তা' সম্পন্ন হবে পাঁচ দফায়। মুর্শিদাবাদ জেলার ভোট হবে চতুর্থ দফায় ৩রা মে। রাজনৈতিক চাপান উতোর তুঙ্গে। গত ৩০ বছরে কি কাজ করল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকার। সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা মিলছে না, সরকারি বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে ধুঁকছে, উঠে যাচ্ছে। রাজ্যে কৃষি উৎপাদন মাত্রাতিরিক্ত, এরই মাঝে উঠে আসছে আমলাশোল, ইজল, জলঙ্গি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাপন ক্রমশ জটিল ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন কত শিক্ষক মিড-ডে মিলের চাল চুরি করে ধরা পড়ছে। এক হাজার টাকা সরকারী বরাদ্দ হলে এক টাকা সাধারণ মানুষ পান। বাকি ৯৯৯ টাকা চুরি হয়। গান্ধীজি বলতেন, দেশে প্রকৃতই উন্নয়ন হচ্ছে কিনা বুঝতে হলে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষগুলির দিকে তাকাতে হবে। ঐ মুখগুলিই উন্নয়ন-এর দর্পণ। অথচ অগণিত কৃষক আত্মঘাতী হয়েছে অনাহার অপুষ্টিতে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। আজ হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী। কলকারখানা বন্ধ। বেকারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। তা'হলে কি করে বলি গ্রামের শ্রী ফিরছে? অথচ বিপুল টাকা গ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে। রেশন ব্যবস্থায় গরীব মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্য নানাভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের বরাতে ও আরজি সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ এর চালানো অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাসহ গণবন্টন ব্যবস্থায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ শীর্ষক এই সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয়েছে, ১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরের দিনগুলি থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। কৃষিতে উৎপাদন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তথা সরকারের তরফে গণবন্টন

খোকা-খুকুর গল্প

শীলভদ্র সান্যাল

খুকুমণি গোঁসা করে, দুটি চোখ জলে ভরে
চাই তার চাঁদমারি, ধরেছে যে বায়না!
খোকা বলে, ওরে দিদি! কিসে পাব হারানিধি,
পুরনো ঝগড়া ভুলে ঠিক করি আয় না।
এ কথা জানিস নাকি ভেতরেতে সব ফাঁকি
ব্যাঘ্রের হুংকারে হরিণ ও হায়না
করে তারা মিলমিশ, আপাততঃ নিরামিষ
তবু তারা একঘাটে কভু জল খায়না!
খুকু বলে, কথা থামা, ছাড়বনা বাঘ মামা,
এমন কুটুমতালি খুঁজে পাওয়া যায়না।
আছি মোরা পাশাপাশি, এক সাথে হাঁচি-কাশি
এরকম দোস্তিতো বাজারে বিকায় না।
খোকা শুনে রাগ করে, খেলাঘর ভাগ করে
বলে, চুণকালি প'লে, মোর কোনও দায় না।
খুকুমণি মান করে; বলে, কথা শোন ওরে
গন্ধ বিচার ক'রে কেউ ফল পায় না।
খোকা বলে, ওরে বোকা! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা,
গন্ধে পালায় ভুত! তাকে কে ডরায় না?
এইভাবে খোকা-খুকু গোল করে, চাকুচুকু
খেয়ে যায় মেওয়াটুকু গুঁফো হুলো ম্যায় না
আসে ভোট, আসে ভোট। জোট নিয়ে শুধু ঘোঁট
নেড়া কভু বেলতলা দুইবার যায় না!

ব্যবস্থার জন্য খাদ্য সংগ্রহের কাজও চলছে পুরোদমে। তা সত্ত্বেও দেশের মানুষের কাছে সেই খাবার পেঁছয় না। প্রতিটি সরকারী দপ্তরে বসে আছে খুদে হিটলাররা। বিশেষ করে বামফ্রন্ট জমানায় সর্বস্তরে দুর্নীতি। ধাপ্পাবাজ, দালাল এবং তঞ্চকে দপ্তরগুলো পরিপূর্ণ। সিপিএম তথা বামফ্রন্ট আজ বেশী বেশী আমলা নির্ভর। কেউই আজ নিষ্কলুষ নন। এ রাজ্যে তিন দশকের শাসনকালে জনমানসে দুর্নীতি, রাজনীতির অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে শরিক দলের প্রার্থীদের জেতাবার চেয়ে সিপিএম নিজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে বেশী সচেষ্ট। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে পাঁচ দফায় ভোট গ্রহণ ও অন্যান্য বিধি নিষেধ জারি করেছেন, তাতে সিপিএম ভুল বকতে শুরু করেছে। স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, অরাজকতা এবং নানাবিধ অপকর্মের মাশুল অবশ্যই তাদের গুণতে হবে।

সেলিম সেখ, রতনপুর

অমল জীবন

বরুণ রায়

(অমলকৃষ্ণ গুপ্তের মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

প্রায় ছয় দশকের পরিচয়। তখন জঙ্গিপুরের সেকেন্ড অফিসার ছিলেন তরুণ সংস্কৃতিপ্রেমী অমলকৃষ্ণ গুপ্ত। সেবার আমরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করি। সুসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ এবং রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসছেন। জঙ্গিপুরের 'হাসিম আরিফ হলে' (অধুনা টাউন ক্লাব গৃহে) সভা ও সাংস্কৃতিক উৎসব হল। এই উৎসবের সম্পাদক হিসাবে সেই আমার প্রথম অমলবাবুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা। তিনি ছিলেন এই উৎসবের সভাপতি। রবীন্দ্রনাথের "প্রথম দিনের সূর্য" কবিতাটি তিনি সেই সমাবেশে পাঠ করেন। এর পরের যোগাযোগ একেবারে ভিন্নতর উপলক্ষ ও পরিবেশে। বাড়ালা গ্রামের একটি রেশন দোকানের চাল ও চিনি প্রকাশ্যে কালোবাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। এর প্রতিবিধানের প্রত্যাশ য় আমরা প্রশাসক অমলবাবুর কাছে উপস্থিত হলাম। সব কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর জীপে আমাদের তুলে নিয়ে অকুস্থলে ছুটলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনার তাৎক্ষণিক কড়া মোকাবিলা করেন। পরের ঘটনা ১৯৬৩ সালের জঙ্গিপুরের ঐতিহাসিক প্রথম বইমেলা। সংস্কৃতিপ্রেমী প্রশাসকটির কাছে এবার উপস্থিত হলাম এক অভিনব প্রস্তাব নিয়ে। আমরা জঙ্গিপুরে 'বইমেলা'র আয়োজন করতে চাই। তাঁকে অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। সম্পাদক হিসাবে এই বইমেলার অনুষ্ঠান পরিচালনায় সেদিন তাঁর যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম জঙ্গিপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারপর এই দীর্ঘ জীবনে নানা উপলক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি। হৃদয়বান, সাহিত্যপ্রেমী, রসবোদ্ধা একটি অমল জীবন। আমার পিতৃদেব কবি বিষ্ণু সরস্বতীর তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং প্রায়শই আমাদের বাসার গুণিজন সমাবেশে উপস্থিত থাকতেন। সারা কর্মজীবন ও পরবর্তী অবসরকালীন জীবনে তিনি আমাদের পরিবারের অত্যন্ত নিকটজন হয়ে ওঠেন। আমাদের কলকাতার বাসায় নানা উপলক্ষে আয়োজিত সম্মিলনীতে তাঁর ছিল উজ্বল উপস্থিতি। কবিতা পাঠ, সরস সাহিত্যালোচনার কতদিনের কত ঘটনা। একবারের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আমার পিতৃদেবের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সারস্বত সম্মিলনীতে সেবার আমাদের বাসায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় এবং রসিক গায়ক নলিনীকান্ত সরকার। দিলীপকুমার সেই সভায় 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গানটি শোনালেন। নলিনীকান্ত মাথা নেড়ে গেয়ে শোনালেন তাঁর 'কাঞ্চনতলার কাপ হে মামু।' অমলবাবু সভায় সময়োপযোগী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। আমাদের টেপরেকর্ডারে সেদিনের গোটা প্রোগ্রাম ধরা আছে। তারপর নানা উপলক্ষে অমলবাবুর সান্নিধ্যে এসেছি। সোদপুরে আমার ভাই বিনায়কের তিনি ছিলেন নিকট প্রতিবেশী। দুই পরিবারে ছিল নিত্যদিনের মেলামেশা। তাছাড়া 'জঙ্গিপুর সম্মিলনী'র একজন উৎসাহী সদস্য হিসাবে কলকাতা প্রবাসী জঙ্গিপুরের সব তরুণ কর্মীই ছিল তাঁর আপনজন। ১৯৯২ সালে আমরা জঙ্গিপুরে "ভারত ছাড় সংগ্রামের" সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করছি। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি সোৎসাহে সপরিবারে উপস্থিত হলেন। আমাদের স্মারকগ্রন্থে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন। বন্ধু বৎসল এই সহৃদয় মানুষটি জীবনরঙ্গ থেকে তাঁর দীর্ঘ অভিনয় শেষ করে যবনিকার অন্তরালে নীরবে সরে গেলেন।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের নির্বাচনী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ম্যাকেঞ্জীপার্ক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ১৮ মার্চ সাংস্কৃতির কর্মীদের এক নির্বাচনী সভা হয়ে গেল। প্রধান বিষয় ছিল সামনের নির্বাচনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা। গণনাট্যের জেলা সম্পাদক শ্যামল সেন ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, অম্বুজাপদ রাহা, কাশীনাথ ভকত, কাজি আমিনুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখর সাহা। তিনি বিধানসভা নির্বাচনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অঞ্জনা ব্যানার্জীর আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের সভাপতি মানিক চট্টোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জঙ্গিপুর শহরে ব্যাপক লোডশেডিং

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গরম ঠিকমতো না পড়তেই বিদ্যুৎ দপ্তর তাদের খেল শুরু করে দিয়েছে। দিনে-রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা হুটহাট বিদ্যুৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে। গত রবিবার সারাদিন জঙ্গিপুর শহরে বিদ্যুৎ ছিল না। বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সমস্ত পরিষেবা অচল ছিল। সব থেকে অসুবিধা পরীক্ষার্থীদের। এখন স্কুলগুলোয় বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে! এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকও চলছে। অফিসে ফোন করে বিদ্যুৎ কখন আসবে তারও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

ভারতীয় মেরিন সার্ভিস

মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মার্চেন্ট নেভিতে ভর্তি হোন, সেসন: এপ্রিল—জানুয়ারী। বয়স ১৭½—২০ বছর, ওজন ৫০ কেজি, ইংরাজিতে ৫০ নম্বর।

যোগাযোগ ঃ— সান্ত্বনু পোদ্দার, ডিরেক্টর, মার্চেন্ট নেভি, কলকাতা ৩৩ এ, জহরলাল নেহরু রোড, চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল ১৫ তলা ১২, ১৩ নং ঘর।

মোঃ ৯৮৩০১৮৯২০৬, ৯৮৩০৮০৯৭৬৮

স্থানীয় যোগাযোগ ঃ— শ্রীমা শিল্পনিকেতন

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মোঃ ৯৩৩২৯ ৪৬৯৭২, ৯৩৩৩৩১২৭৯৩

বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি এলাকার বিভিন্ন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ডেনমার্কের পত্রিকায় নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর ব্যঙ্গ চিত্র (কার্টুন) প্রকাশের প্রতিবাদে প্রায় ১০ হাজার মুসলিম মিল্লাতের সমাবেশে সমসেরগঞ্জ বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও প্রতিনিধিদের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। পরে বিশাল মিছিল ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে। বক্তা ও প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন আমতলা মাদ্রাসার মাওঃ সওকাত আলী, লালমাটির মাওঃ আব্দুর রহমান, মাওঃ ফিরোজ বোগদাদী, ফাইজুল উলমের মাওঃ মজিবুর রহমান, মাওঃ নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

যত্নসহকারে কনে / বৌ সাজানো, মেহেন্দী পরানো ও তত্ত্ব সাজানো হয়।

শান্তি সাহা

ইউ বি আই-এর সন্নিকটে গলির ভেতর

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোড

দেয়াল লিখন ঢাকার কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেয়াল লিখন ঢাকতে সরকারী পর্যায়ে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনারের কড়া নির্দেশে গত ১১ মার্চ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা-ব্যাপী দেয়াল লিখন ঢাকার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। ভোটের প্রচার বাদেও কোন দলের সমাবেশ বা সম্মেলনের প্রচারও ঢেকে দেয়া হচ্ছে। এই ভাবেই নির্দেশ এসেছে বলে জানালেন একজন সক্রিয় সরকারী কর্মী।

দোল পূর্ণিমায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ মার্চ দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যেয় সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের আবাসিকদের বিনোদন সংস্থার উদ্বোধন করলেন ঐ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন এই বিনোদন সংস্থা একদিন বিশাল রূপ নেবে। পাঁচ-ছয় হাজার আবাসিকের কলকাকলিতে ভরে উঠবে আবাসন চত্বর। এই ঘেরা প্রান্তরে সেদিন শিল্পনগরীর সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠবে। তি ন বলেন, প্রকল্পের কর্মীরা এবং এলাকার মানুষ দু'হাত ভরে এই তাপবিদ্যুৎ সংস্থাকে সাহায্য করে চ.লছেন। পরিস্থিতির চাপে কৃষক হয়েছেন শ্রমিক বা দোকানদার। আগামী দিন তাঁদের কথা মনে রাখবে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, অদিত দাস এবং মনিদীপা বাগচী। তবলায় সহযোগিতা করেন পার্থ চৌধুরী। বিনোদন সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী, পলাশ চক্রবর্তী এবং গণনাথ দাস। জেনারেল ম্যানেজার রঘুনাথগঞ্জ থেকে আসা শিল্পীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

শ্রীমা শিল্পনিকেতন (N. G. O.)

রঘুনাথগঞ্জ ● মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ২৫৩৬৯৮/২৬৬২৩৯

রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘিতে ৪০% প্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ৬ মাস—১ বছরের জন্য ১০০ জন ছেলেমেয়েকে শিলপ প্রাশক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এপ্রিল ২০০৬। প্রশিক্ষণে স্টাইপেন্ড ব্যবস্থা হবে। দরখাস্ত দিন এই মাসে (মার্চ)।

কলিকাতার I. R. M. A-র মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রী স্বাস্থ্য বিষয়ে C. M. S. ও E. D. T. দেড় বছরের ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে। সরকারী বেসরকারী চাকরীও এক্সচেঞ্জে লিপিবদ্ধ হবে। দরখাস্তের শেষ তাং ৫/৪/২০০৬।

যোগাযোগ ঃ— মোঃ ৯৩৩২৯৪৬৯৭২ ; ৯৩৩৩৩১২৭৯৩

ঘাটে ওঠানামার বিপদ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দিকে তাকিয়ে নৌকায় উঠতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে অলিখিত-ভাবে ফেরীর পয়সাও ডবল হয়ে গেছে। নিযুক্ত কর্মীরা পয়সা আদায় করতে ব্যস্ত। জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। অবিলম্বে এর কোন ব্যবস্থা না নিলে যে কোন দিন বড় বিপদ হতে পারে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

জঙ্গিপুর সমেত গোটা জেলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

তথাকথিত বৈধ ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ার ব্যাপারটা পর্যবেক্ষকদের ভাবিয়ে তুলেছে বলে খবর। ১৫০ কিলোমিটার-ব্যাপী সীমান্ত অঞ্চল ভাগ হয়েছে জলপথ আর স্থলপথে। সীমান্তে কাঁটা তারের কোন বাধা না থাকার ফলে রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসা কোন সমস্যা নয়। আর জলপথে ধুলিয়ানের কাছে গংগার সাথে এক হ'য়ে যাওয়া পদ্মা পার হয়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশ খুব সাধারণ ব্যাপার। নিরুপায় এবং অসহায় প্রশাসনের দাক্ষিণ্যে কিছু পরিবার উদ্বাস্তু কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে, হয়েছে কিছু রুজিরোজগারের ব্যবস্থা। আর অবশিষ্টরা ছড়িয়ে পড়েছে পরিত্যক্ত জলাজমি, রেল ষ্টেশনের আনাচেকানাচে বা ফুটপাত সংলগ্ন জবরদখল কলোনীতে। অসহায় প্রশাসন সব জেনে শুধু নীরব দর্শকই নয়, তাদেরই পরোক্ষ মদতে এদেশে থাকার বৈধ ছাড়পত্র রেশন কার্ড, শেষণ কার্ড কোনটাই পেতে অসুবিধা হয় না। প্রশাসনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে গ্রামগুলিতে অপরাধ প্রবণতা খুব একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে আই এস আই তাদের সংগঠনকে যেমন মজবুত করছে তেমনই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অনুপ্রবেশ সমস্যা কেবলমাত্র সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের জাতীয় সমস্যা। সমস্যাসংকুল সীমান্তবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদ জড়িয়ে আছে সমস্যার নাগপাশে। ভাঙ্গনের সমস্যা মোকাবিলা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। দুরারোগ্য আর্সেনিক দূষণের প্রভাবে বহু মানুষ যেমন পঙ্গু হয়েছে তেমনই মৃত্যুর হাতছানিকেও উপেক্ষা করতে পারেনি। অনুপ্রবেশের চাপে সীমান্ত একদিকে যেমন সমস্যাদীর্ণ তেমনই প্রশাসন দিশাহারা দেশের সার্বিক উন্নতির পরিকাঠামোর সুষ্ঠু রূপদানে। নেই দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনা। তাই জেলার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড় র মুখে। ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে সীমান্ত অনুপ্রবেশ বন্ধের প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং আইনানুগ হস্তক্ষেপ আশু প্রয়োজন।

নথিভুক্ত করাতে পারেননি (১ম পৃষ্ঠার পর)

নূতন নাম বা স্থানান্তরিত করার জন্য ফর্ম বাজার থেকে ২ টাকা করে কিনে নিতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন ভোটের আগের দিন পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। কিন্তু কোথায় গিয়ে নাম নথিভুক্ত করা যাবে সে কথাও কারো জানা নেই। ফরাক্কা বিধানসভার ভোটাররা নাম সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন করার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের আফসে লম্বা লাইন দেন। শেষ তারিখ ছিল ৮ মার্চ। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন করার জন্য বসবাসের প্রমাণ পত্রের প্রয়োজন। ধুলিয়ান পৌর একাকায় বসবাসের প্রমাণপত্র দেন পুরসভার চেয়ার পার্সন। কিন্তু তিনি প্রায় অফিসে থাকেন না। তার জন্যেও অনেকে জঙ্গিপুর যেতে পারেননি। তাই বহু মানুষের নাম ভোটের তালিকায় নথিভুক্ত হচ্ছে না। এলাকার বহু মানুষের দাবী যে সব কর্মীকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।